KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ১৫ নং চন্দ্রনাথ সাহার লেন
Collection : KLMLGK	Publisher : নিত্য গোপাল চক্রবর্তী
Title : সূচিকা	Size : 5"x 8.5" 12.70 x 21.59 c.m.
Vol. & Number : ১/৩	Year of Publication : মাঘ, ১২৭৯
	Condition : Brittle Good
Editor : ব্রজমি বিদ্যালিধি, কিরণ বিদ্যারত্ন	Remarks :

CD Roll No. : KLMLGK

সন ১২৯৯। শ্রাবণ। ১ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা।

সুচিন্তা।

বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ব্রজধন বিদ্যানিধি।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, চামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

কলিকাতা।

১৬ নং ছকুখানসামার লেন,

রাধারমণ যন্ত্রে,

শ্রীনৃত্যগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—৵০ দুই আনা।

বঙ্গসাহিত্যসংসারে সুপরিচিত যে সকল মহোদয় সুচিন্তায় লিখিবেন, তাঁহাদিগের নাম।

১। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী।
২। ,, ,, কালীবর বেদান্তবাগীশ।
৩। শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ এফ, আর, এস্।
৪। ,, বীরেশ্বর পাঁড়ে (মানবতত্ত্ব প্রভৃতি প্রণেতা)
৫। ,, মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি (অনুসন্ধানের সম্পাদক)
৬। ,, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (হিতবাদীর সম্পাদক)
৭। ,, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ (আর্য্যদর্শন ও বান্ধব প্রভৃতির লেখক)
৮। ,, বিধুভূষণ মিত্র (ভূতপূর্ব্ব হিন্দুদর্শনের সম্পাদক)
৯। ,, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (সাহিত্য ও ভারতী প্রভৃতির লেখক
১০। ,, হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,
১১। ,, ডাক্তার রাখালচন্দ্র সেন

উপরোল্লিখিত মহোদয়গণ ব্যতীত আর যাঁহারা সুচিন্তায় লিখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, স্থানাভাববশতঃ অদ্য তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইল না।

এই সংখ্যার লেখক ও বিষয়।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
রাজযোগ-রহস্য ...	শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাখালচন্দ্র সেন	৪৯
পত্নীর দায়াধিকার	,, বাবু হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ,বি.এল,	৫৪
চিন্তা	,, ,, যদুনাথ দে	৫৭
আশা	,, ,, বলীন্দ্রসিংহ দেব	৬০
অন্ধেননীয়মানা যথান্ধাঃ ...	... সহকারী সম্পাদক	৬৪
কে—কার ...	শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৬
সুন্দর কি? ...	,, ,, রসিকলাল দে	৭০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
শ্রী৺রাজরাজেশ্বরী লাইব্রেরি
১৮/এম. ট্যামার লেন. কলকাতা-৭০০০০৯

সন ১২৯৯ সাল। ১ম ভাগ।
মাঘ। ৩য় সংখ্যা।

সুচিন্তা।

অকৃত্বা পরসন্তাপ মগত্বা খলনম্রতাম্।
অনুৎসৃজ্য সতাং মার্গং যৎস্বল্পমপি তদ্বহু॥

রাজযোগ-রহস্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতেরপর।)

যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করিলে শিশুরমন পাঠে অভিনিবিষ্ট হয়, ঠিক সেইসকল নিয়ম অবলম্বন করিলে আত্ম-জিজ্ঞাসু স্বীয় চিত্তেরস্থিরতা সম্পাদন করিতে পারেন। চিত্তস্থিরতা সম্পাদনের-জন্য তাঁহার অলৌকিক-অপ্রাকৃতিক কোন কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন নাই। প্রথমতঃ উপযুক্ত আচার্য্য বা পিতামাতা যেরূপ শিশুর শরীর পালনেরদিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার শিক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। পরিমিত ও বিশুদ্ধ আহার দ্বারা শিশুর দেহ সুস্থ ও সবল থাকিলে সে যেরূপ অধ্যয়নে সক্ষম হইতে পারে, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু সাধক সেইরূপ চিত্তস্থিরতা সম্পাদনের জন্য যুক্তাহার ও মিতাহার অবলম্বন করিয়া থাকেন। "মিতাহারং বিনাযস্তু যোগারম্ভঞ্চ কারয়েৎ।
নানারোগোভবেত্তস্য কিঞ্চিৎ যোগো ন সিধ্যতি॥"

"মিতাহার করিবেনা, অথচ যোগ করিবে, এরূপহইলে কোন একটি সামান্য যোগও সিদ্ধ হইবেনা; প্রত্যুত বিবিধ ব্যাধি আসিয়া আশ্রয় করিবেক।

"শুদ্ধং সুমধুরং স্নিগ্ধং উদরাধ্মানবর্জ্জিতম্।
ভুজ্যতে সুরসং প্রীত্যা মিতাহারমিমং বিদুঃ॥"

শুদ্ধ, মধুররসবিশিষ্ট, অতীক্ষ্ণ বা অনুত্তেজক আহার্য্য দ্রব্য যে পরিমাণে গ্রহণ করিলে উদরের কোনরূপ পীড়া না হয়, সন্তোষচিত্তে ঈদৃশ আহার সেবন করাকেই মিতাহার বলে।

"মেধ্যং হবিষ্যমিত্যুক্তং প্রশস্তং সাত্ত্বিকং লঘু।" সত্ত্বগুণের বর্দ্ধক, লঘু হবিষ্যান্ন, মেধ্যাহার বা যুক্তাহার নামে অভিহিত।

দ্বিতীয়তঃ, উল্লিখিত বিশুদ্ধ ও পরিমিত আহার অবলম্বনে চিত্তের উত্তেজনা অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইলে অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই চারিটী গুণ যাহা শিশুর স্বভাব-সিদ্ধ, তাহা শিশুর নিকট শিক্ষা করিতে হইবে।

"তত্রাহিংসাসত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ যমাঃ।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শিশুরচঞ্চলতা শক্তিরপরিচায়ক মাত্র। এই চঞ্চলতাই উপযুক্ত আচার্য্যের হস্তে জ্ঞানশক্তিতে পরিণত হয়। সকলেই জানেন, বাল্যকালই বিদ্যাশিক্ষাকরিবার প্রশস্তকাল; কারণ, এইকালে স্মরণশক্তি ও মেধা অপেক্ষাকৃত সতেজ থাকে। শিশুজীবন স্থিরভাবে পরীক্ষা করিলে আমরা বুঝিতে পারি, যে যোগশাস্ত্রের যমেরলক্ষণ চারিটী শিশুরস্বাভাবিকগুণ বলিয়া শিশুরপক্ষে যে সকল বিষয় শিক্ষা করা সুসাধ্য, প্রাপ্তবয়স্কযুবকের সম্বন্ধে তাহা নিতান্ত দুরূহ। এইহেতুই অতি প্রাচীনকালে আর্য্য-শিশুসন্তানকে বেদ-শিক্ষার জন্য উপযুক্ত আচার্য্যের নিকট উপনীত করা হইত। সহজাত উল্লিখিত চারিটী গুণ বর্ত্তমান থাকাতে অধ্যয়নশীল বালকেরা যেরূপ অবাধে নানা বিদ্যায় বিভূষিত হইতে পারে। আত্ম-জিজ্ঞাসু সাধক তেমনি দৃঢ়তাসহকারে, হিংসা, দ্বেষ, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য, প্রতারণা,লোভ, লালসা প্রভৃতি দমন করিয়া সহজেই শিশুর স্মরণশক্তি ও মেধার অধিকারী হইয়া অভি-লষিত পথের পথিক হইতে পারে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,

হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি নীচপ্রবৃত্তি সকল বর্ত্তমান থাকিলে চঞ্চল শিশুর-মনকে পাঠে অভিনিবিষ্ট করা যেরূপ সাধ্যাতীত ব্যাপার হইত; ঐ সকল রিপুকে বশীভূত করিতে না পারিলে,আত্ম-জিজ্ঞাসুর চিত্ত-স্থিরতার আশাকরা সেইরূপ বিড়ম্বনামাত্র। দিন দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কিছুক্ষণ ক্রীড়াক্ষেত্র হইতে সরাইয়া পাঠাভ্যাস করাইতে পারিলে যেরূপ শিশুরমন অল্পে অল্পে পাঠে অভিনিবিষ্ট হয়; তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু চিত্তস্থিরতার আশায় সেইরূপ প্রতিদিন নিয়মিতসময়ে সাধনের কোন একটি কার্য্য অভ্যাস করেন। যোগশাস্ত্রে ইহাকেই নিয়ম বলে।

"শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।" শুচি, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যয়ন এবং ঈশ্বরেতে প্রণিধানের নাম নিয়ম।

অনাদিকালের বিষয়বাসনা ও অবিদ্যা ঘুচাইবার জন্য অভ্যাস-জনিতসংস্কার বা নেশা ছাড়াইবার জন্য সাধকের পক্ষে ভগবদ্গ্রন্থ অধ্যয়ন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। প্রতিদিন শ্রদ্ধাসহকারে ব্রহ্মপ্রতি-পাদক পুস্তক পাঠে প্রবৃত্ত হইলে একটু একটু করিয়া মনের অশুচি অপসারিত হয়, দুর্দ্দম্য-লোভলালসা হীনবীর্য্য হয় ও মনে সন্তোষ-লাভ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মে। ধর্ম্মপ্রাণ মহাজন-দিগের বিমলসহবাস সাধ্যাতীত না হইলে সাধক সর্ব্বপ্রযত্নে যেন তাহা লাভ করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের প্রশান্তমুখচ্ছবি, ধর্ম্মোদ্দীপ্তসকরুণদৃষ্টি, সংযত-মনঃপুত-বাক্যামৃত আত্মজিজ্ঞাসুর মনে যে কি অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটনকরাইয়া দেয়, তাহা ভারতের ভক্তবৃন্দের ইতিহাসে অবিনশ্বর অক্ষরে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। শিশুকে যেমন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় প্রতিদিন নামতা অভ্যাস করিতে হয়, সাধকের পক্ষে সেইরূপ প্রতিদিন প্রণব প্রভৃতি ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শব্দেরজপ অর্থাৎ অর্থ স্মরণ পূর্ব্বক উচ্চারণ করা উচিত। এইরূপ অভ্যাস করাতে তাঁহার চিত্ত ক্রমে ক্রমে ঈশ্বর প্রণিধানের অধিকারী হইবে। এই অভ্যাসকেই যোগশাস্ত্রে

তপস্যা বলে। বাসনার প্রতিকূল শাস্ত্রোক্ত ব্রতনিয়মাদি অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই, লোভ লালসা পরিহারপূর্ব্বক যত্নসহকারে সন্তুষ্টচিত্তে কর্ত্তব্যপালনে যত্নশীল হইলেই সাধকের তপোবল উপার্জ্জিত হয় ও চিত্ত স্থিরতার পথ প্রমুক্ত হয়।

মনোহর-দৃশ্য, সুললিত-সঙ্গীত, রসনাতৃপ্তিকর-আহার্য্যদ্রব্য, সুগন্ধপুষ্প, স্নিগ্ধকর-সুবিমল-সুমন্দসমীরণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সুখপ্রদ পদার্থের সহিত সংলগ্ন হইলে অস্থিরমন কিছুক্ষণেরজন্য সুস্থির হয় বটে কিন্তু তাহা দ্বারা চিত্তের চঞ্চলতা নিবারিত হয় না, বিষয়সুখে মন যতই প্রধাবিত ও আকৃষ্ট হয় অতৃপ্তি বা অশান্তি রোগ ততই তাহাকে ক্লিষ্ট ও বিষণ্ণ করে; সুতরাং মন যাহাতে দ্বিধা না হয়, বিষয় সুখের শত সহস্র উপকরণের সহিত শতধা সহস্রধা না হয়, তাহাই আত্ম-জিজ্ঞাসুর প্রথম অবলম্বনীয়। এই ঘোর বিষয় তৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য যোগশাস্ত্রে অসংখ্য ব্যবস্থাবলী নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং সেই ব্যবস্থা সমষ্টির সংক্ষিপ্ত নাম বৈরাগ্য বা কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, নিষ্কাম-ক্রিয়া বা ব্রহ্ম-কামনা, সত্যান্বেষণ বা অপ্রমত্ততা। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু সাধনসহকারে স্বীয়-চিত্তকে ইহার একটির মধ্যে সংলগ্ন করিতে সঙ্কল্প করিয়া থাকেন। ব্যবস্থার উদারতা ও গভীরতার সহিত তাঁহার চিত্ত অল্পে অল্পে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে এবং কালসহকারে সফলযত্ন হওতঃ তিনি একাগ্রতা ও নিরুদ্ধাবস্থা লাভ করিতে পারেন। বৈরাগ্য কি? কর্ত্তব্যপরায়ণতাকি? এবং বৈরাগ্য ও কর্ত্তব্য পরায়ণতা একার্থবোধক কেন? আপাততঃ আমাদের তাহাই বিচার্য্য। ইন্দ্রিয়-লালসা-পরিহরণ বা ভোগ-স্পৃহা-বর্জ্জনের নাম বৈরাগ্য। "দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।" দৃষ্টবিষয় ও শাস্ত্রপ্রতিপাদিতবিষয়, যুগপৎ উভয় বিষয়েই সম্পূর্ণরূপ নিস্পৃহ হইতে পারিলে "বশীকার" নামক বৈরাগ্য জন্মে। অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগেচ্ছা পরিত্যাগ করিলেই ক্রমে উৎকৃষ্ট

বৈরাগ্য হয়। এই বৈরাগ্য—জ্ঞান বা বস্তুবিবেক সাপেক্ষ। প্রকৃত যত্ন ও অনুসন্ধান দ্বারা আপাততঃ রমণীয় বস্তু ও ভোগরাশির নশ্বরতা সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ে প্রতীতি করতঃ নিষ্কাম হওয়াকেও বৈরাগ্য বলা যাইতে পারে। প্রকৃত বৈরাগী না সংসার-সুখে উৎফুল্ল হয়েন, না শোক তাপে মুহ্যমান হয়েন; কর্ত্তব্য বোধই তাঁহার জীবনের পরিচালক। সকাম সংসারী সংসারের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পরস্পর কত বিসদৃশভাবের পরিচয় দেন; চিত্তকে সহস্র সহস্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া আত্মহারা হওতঃ সংসারচক্রে বিঘূর্ণিত হ'ন। কিন্তু নিষ্কাম কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি জগতের নানাবস্থার মধ্যে অচল অটল থাকিয়া চিত্তস্থৈর্য্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সকাম সংসারী কামনাবশতঃ কৃতদাসের ন্যায় এক একটি রিপুর প্রবল তাড়নায় অস্থির হইয়া দিন যাপন করে; নিষ্কাম বা বৈরাগী সংসারী একমাত্র নিজের কর্ত্তব্য বোধে অনুপ্রাণিত হইয়া সমুদয় রিপুকুলের উপর দাসত্ব সংস্থাপন করতঃ শান্তভাবে মানবজীবনের উদ্দেশ্যপালন করিয়া যান্।

মুমুক্ষু সাধকের আসনসিদ্ধি হওয়া আবশ্যক। ক্রীড়াশীল চঞ্চল বালককে যেমন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় গিয়া মাদুর পাতিয়া বসিতে শিক্ষাকরিতে হয়, অধুনাতন বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে কাষ্ঠাসনের উপর স্থিরভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপবেশন করিতে হয়, প্রকাশ্য সভাস্থলে বা উপাসনামন্দিরে সভ্য ও উপাসকমণ্ডলীকে স্বাভাবিকভাবে আসনগ্রহণ করিতে হয়, যুযুক্ষু সাধককেও সেইরূপ এমন ভাবে উপবেশন অভ্যাস করিতে হইবে, যাহাতে তাঁহার অভিলষিতকার্য্যের কোনরূপ ব্যাঘাত না জন্মায় বারম্বার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন দ্বারা দেহের অস্থিরতার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তস্থিরতা লাভের ব্যতিক্রম না ঘটে।

(ক্রমশঃ)

পত্নীর দায়াধিকার।

পত্নীর দায়াধিকার সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতৃ-ঋষিগণের যে সকল বিরুদ্ধ বচন আছে, নিবন্ধকারগণ উহাদের মীমাংসার জন্য সবিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রথমতঃ, এই বিষয়ে মিতাক্ষরার সিদ্ধান্ত কি, দেখা যাউক। "পত্নী দুহিতরশ্চৈব···সর্ব্ববর্ণেষ্বয়ং বিধিঃ" (যাঃ ২। ১৩৫-১৩৬) এই যাজ্ঞবল্ক্যবচনের টীকা করিবার সময়, বিজ্ঞানেশ্বর দায়াধিকার বিষয়ে একটি পরস্পর বিরুদ্ধ ঋষিবচন উদ্ধৃত করিয়া উহাদের এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, যে পৃথকান্ন এবং অসংসৃষ্ট স্বর্গত ধনীর পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রের অভাবে পত্নী প্রথমে দায়াধিকারিণী হইবেন; কিন্তু ধনী একান্নে থাকিলে কিম্বা পৃথক্ হইয়া পুনর্ব্বার সংসৃষ্ট হইলে শঙ্খাদিবচনানুসারে ভ্রাতাই অধিকারী হইবেন, পত্নী প্রথমে অধিকারিণী হইবেন না। বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল স্থানেই পূর্ব্বোক্ত মিতাক্ষরার মত প্রচলিত। মিথিলা অঞ্চলে প্রচলিত "বিবাদ চিন্তামণি" মহারাষ্ট্র অঞ্চলে প্রচলিত "ব্যবহার ময়ূখ" এবং দ্রাবিড় অঞ্চলে প্রচলিত "স্মৃতি চন্দ্রিকা" এই নিবন্ধ গ্রন্থত্রয়ে পূর্ব্বোক্ত মিতাক্ষরার সিদ্ধান্তই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশে প্রচলিত দায়ভাগে উক্ত সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হয় নাই। জীমূতবাহন নানা প্রকার যুক্তিদ্বারা মিতাক্ষরারমত খণ্ডন করিয়াছেন তিনি বৃহস্পতির একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন এই মত বৃহস্পতি বিরুদ্ধ। অধিকন্তু মৃত ব্যক্তি অবিভক্ত কিম্বা সংসৃষ্ট থাকিলে, তাহার ভ্রাতা পত্নীরপূর্ব্বে অধিকারী হইবেন, এরূপ কোন বিশেষ বচন নাই; এবং এই সিদ্ধান্ত যুক্তি সঙ্গত ও নহে। জীমূতবাহনের নিজের মত এই যে, ধনী বিভক্ত বা অসংসৃষ্টই হউক, আর অবিভক্ত কিম্বা সংসৃষ্টই হউক, তাহার মৃত্যুরপর তাহার পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্র না থাকিলে, পত্নীই প্রথমে দায়াধিকারিণী হইবেন, তিনি

শঙ্খদেবলাদি বিরুদ্ধবচনগুলিকে তাঁহার উক্তমতেরসহিত সামঞ্জস্য করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং স্বীয় মতের এইরূপ যুক্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র জন্ম হইতেই ধনীর পারলৌকিক মহোপকার সম্পাদন করে, এবং ধনীর মৃত্যুর পর পার্ব্বণবিধিক্রমে তাহার পিণ্ডদান করে। এইরূপ উপকারিতাই ধনাধিকারিত্বের নিদান। অতএব ধনীর মৃত্যুর পর, তাহার পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের দায়াধিকারিত্ব যুক্তিসিদ্ধ। উহাদের অভাবে পত্নীরই ধনাধিকারিণী হওয়া উচিত। কারণ পত্নী বৈধব্য-দশায় স্নান, দান, দেবপূজাদিব্রতাচরণ দ্বারা স্বামীর পারলৌকিক হিতাচরণ করেন; সুতরাং তিনি ধনাধিকারিণী হইলে সেই ধন স্বামীর উপকারার্থ আসিবে। যদিও জীমূতবাহন বিজ্ঞানেশ্বর অপেক্ষা একদিকে পত্নীর অধিকতর পক্ষপাতী হইয়াছেন, কিন্তু আর একদিকে তিনি পত্নীর অধিকার অনেক পরিমাণে খর্ব্ব করিয়া দিয়াছেন। কারণ তাঁহার মতে পত্নী আজীবন স্বামীর ধন কেবল দেহধারণোচিত উপভোগ মাত্র করিতে পারেন, কিন্তু স্বেচ্ছামত দান আধান কিম্বা বিক্রয় করিতে পারেন না, তবে স্বামীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদির জন্য কিম্বা নিজের ভরণ পোষণ না চলিলে, দানাদি করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুরপর যাহারা তাঁহার অভাবে স্বামীর ধনাধিকারী, তাহারাই তদ্ধনাধিকারী হইবে। অর্থাৎ উক্ত ধন তাঁহার স্ত্রীধন বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

জীমূতবাহন পত্নীর ধনাধিকারিতায় যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে স্বামীর ধনাধিকারিতার সময় পত্নীর সাধ্বী থাকা আবশ্যক। একথা কাত্যায়ন স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন, যথাঃ—"অপুত্রা শয়নংভর্ত্তুঃ পালয়ন্তী গুরোঃ স্থিতা। ভুঞ্জীতামরণাৎক্ষান্তা দায়াদা উর্দ্ধমাপ্নুয়ুঃ"।

কিন্তু পত্নী স্বামীর ধনে অধিকারী হইয়া পরে ব্যভিচারিণী হইলে, সে উক্ত ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে কি না এবং উক্ত

ধন তাহার স্বামীর পরবর্ত্তী অধিকারী পাইবে কি না, এ বিষয়ে জীমূতবাহন স্পষ্টরূপে কিছুই বলেন নাই। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে এই প্রশ্ন উঠিয়া ছিল। হাইকোর্টের তদানীন্তন সমস্ত বিচারপতিগণ একত্রে বসিয়া উক্ত বিষয়ের মীমাংসা করেন। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র নানা প্রকার যুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন যে পত্নী ব্যভিচারিণী হইলে স্বামীর দায়াধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। তিনি বলেন যে দায়ভাগোদ্ধৃত কাত্যায়নের বচন এই মতের স্পষ্টরূপে পোষকতা করিতেছে। উক্ত বচনে "ভর্ত্তুঃশয়নং পালয়ন্তী" এইরূপ লিখিত থাকায় স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে, পত্নীকে আজীবন সাধ্বী থাকিতে হইবে। তিনি অন্যান্য বহুবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন; বাহুল্যভয়ে সে সকল এখানে উল্লিখিত হইল না। দুইজন ইউরোপীয় বিচারপতিরমত দ্বারকানাথ মিত্রের মতের সহিত ঐক্য হইল। কিন্তু আর সকল বিচারপতিগণই বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, পত্নী স্বামীর দায়াধিকারিণী হইয়া তাহার পর ব্যভিচার করিলে সে উক্ত অধিকার চ্যুত হইবে, এরূপ কোন বিশেষ বচন না থাকাতে, তাহাকে অধিকার চ্যুত করা যাইতে পারে না। তাঁহারা স্বীয় মত প্রতিপন্ন করিবার জন্য অন্যান্য অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের সংখ্যা অধিক হওয়াতে, এই সিদ্ধান্তই গ্রাহ্য হইল। পরাজিত পক্ষ অর্থাৎ উক্ত পত্নীর অভাবে তাহার স্বামীর পরবর্ত্তী দায়াধিকারী, বিলাতে আপীল করিল। কিন্তু প্রিভিকৌন্সিল, হাইকোর্টের অধিকাংশ বিচারপতিগণের সিদ্ধান্তেরই অনুমোদন করিলেন, এবং বলিলেন যে, কোন দায়াধিকারী দায়াধিকার করিবার পূর্ব্বে যে যে কারণে "হিন্দুল" অনুসারে উক্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়, উক্ত দায়াধিকারীর একবার বিষয় অধিকার করিবার পর তদনুরূপ কোন কারণ লক্ষিত হইলে, সে আর অধিকার চ্যুত হইবে না।

(ক্রমশঃ)

আশা।

নৈরাশ্যের দাবানল সংসার কাননে
ছারখার ভস্মশেষ করিত সত্বর,
আশার সুধার যদি সদা বরিষণে—
মঞ্জুরিত না রাখিত অটবী সুন্দর।

পড়েছি কত বিপদে ঠকিয়াছি পদে পদে
তবু আশা-পদে পূজি দিবস রজনী।
আশারে ধরিয়া বাঁচি আশারে ধরিয়া নাচি
আশার কুহকমন্ত্র অমোঘ এমনি

দুর্ভাগ্যের কাল নিশা হলে উপনীত
সৌভাগ্য রবির ছবি ডুবে সে তিমিরে—
বন্ধুবর্গে একে একে হয় অন্তর্হিত
স্বার্থের সেবক দল যায় অন্যত্তরে।

ক্ষণ মধ্যে শূন্য তার ধনপূর্ণ-ধনাগার
খ্যাতি প্রতিপত্তি মান যায় ধীরি ধীরি
কেহ না সম্ভাষে আর দুঃসহ জীবন ভার—
সে ভার হরিতে তার আশা সহচরী।

"এ করাল নিশা নয় অনন্ত বিস্তৃত,
অবসান হবে" আশা কাণে কাণে কয়
নিবিড় আঁধার কোলে ঈষৎ উদিত
সুখের সুন্দর ছবি ইঙ্গিতে দেখায়।

অনন্ত তোমার লীলা কত মত কর খেলা
কেবা জানে জগজনে কেমনে মাতাও।
সিদ্ধ যোগী ঋষি মুনি কিম্বা তরুণ তরুণী
কিম্বা বাল বৃদ্ধ সবে প্রভাব দেখাও।

আশা-সুরতরু-মূল সকলে সেবয়ে—
লভিতে নূতন বস্তু পুরাতন ফেলি,
আশা জাহ্নবীর নীরে সকলে ডুবয়ে,—
বিসর্জ্জিতে অতীতের জ্বালাময়ী কালি !

মহীয়সী শক্তি তব বিহার ভূমি এভব—
আশা-প্রভব যত মানব উন্নতি।

কি দিয়ে ভুলাও কারে কেহ না বলিতে পারে—
ধুলা-মুষ্ঠি কারে দাও কারে স্বর্ণ—মতি।

কাহারে উঠাও তুমি সুমেরু-শিখরে
বারিধি-অতল-গর্ভে কাহারে ডুবাও
হিরণ্ময়-মৌলিসাজ কার শির-পরে
কণ্টক মুকুট তুলি' কাহারে পরাও

দরিদ্র কুটীরে বসি' কাছে দেখে রত্নরাশি
দুঃখ নিশি অবসান হইবে সত্বর

গৃহে বসি' ধনি সুখে জাগিয়া স্বপন দেখে
যত পায় আর (ও) চায়, অতৃপ্ত অন্তর।

কিবা উচ্চ কিবা নীচ নাহি ভেদ জ্ঞান
সুরভি সুন্দর শুচি নন্দন কাননে
স্বার্থের পঙ্কিল বর্ত্মে করলো ভ্রমণ
সংসারী মানসে ব'স যোগীজন মনে।

তোমার বচন শুনি' পতিকোলে, দ্বিচারিণী
কুলবতী কত শত কত মতে হয়

পরপতি ধরি অঙ্কে পাপের দূষিত পঙ্কে—
কুলমান ধর্ম্মসহ আপনি ডুবয় !

তোমার আশ্বাসে ভুলি কাপুরুষ কত
আত্ম-ধর্ম্ম পরিহরি পর-ধর্ম্মে ধায়।
তোমার(ই) কুহক মোহে কৃপণ সতত
অস্থিসার করে দেহ কুসীদ-চিন্তায়।

তোমার(ই) প্রভাব বলে দারুণ দুর্ভিক্ষ কালে
জননী সন্তানে ফেলে আপনা বাঁচায়।

সংসারে তোমার তরে কেবা কিবা নাহি করে
সংসার চক্রের তুমি শক্তি প্রাণময়।

কভু তুমি দেবদূতী যোগীন্দ্রবন্দিনী,
সততার সাধুমার্গে বিচরলো সতি।
স্বর্গীয় সৌরভমাখা চিত্ত বিনোদিনী
যোগী ঋষি করে তব মঙ্গল আরতি।

প্রকৃতি নিয়ম বশে সাধুগণ(ও) অবশেষে
এ মর ভবন হ'তে লয়েন বিদায়।

উপস্থিত শেষ দিন যথা দীপ স্নেহ-হীন
ক্ষীণশ্বাস উপনীত অন্তিম দশায়।

অজানিত স্থান সেই বিভীষিকা ময়
কিরূপে কেমনে তথা করিবে গমন
মুমূর্ষু আকুল, ভেবে অন্তিম সময়
উদ্বেগ আশঙ্কা হৃদে জাগে অনুক্ষণ

ভীষণ সময় অতি বিবর্ণ বদন-ভাতি
কাঁপে ওষ্ঠাধর নেত্রে নিদ্রার আবেশ।

যে ঘুমে ঘেরিবে হায় জাগরণ নাহি তায়
অহো ! সে যে মহানিদ্রা অনন্ত অশেষ।

তাইরে নয়ন মেলি আকুল পরাণে
লীলা-ভূমি তার শেষ দেখা দেখি' লয়—
অশ্রুপ্লুত বন্ধুগণে—প্রিয় পরিজনে
এক দৃষ্টে ;—দৃষ্টি যেন সরিতে না চায়।

হায় সে যুগল আঁখি পাষাণ গলিবে দেখি
কেমন কেমন ভাব বলিবার নয়
নীরব ইন্দ্রিয়চয় সে সময়ে অবাঙ্ময়
তবু যেন ভাবে ভবে কত কথা কয়।

সে ভীষণ কাল যবে উপস্থিত হয়
আশা—শান্তি বিধায়িনী সহচরী-বেশে
করতালি দিয়ে তার উড়ায় সংশয়
অনন্ত সুখের দ্বার খুলে দেয় হেঁসে।

নহে মাত্র এই শেষ আছে আর(ও) অন্যদেশ
যে দেশেতে রোগ শোক জরা মৃত্যু নাই।
সুন্দর বিচিত্র ধাম সুখস্রোতঃ অভিরাম
বহে যথা, কহে আশা যাবে সেই ঠাঁই।

আশার সম্ভাষে তার কষ্ট যায় দূরে
পরত্রের বিভীষিকা অঙ্কুরে শুকায়
অনন্ত সুখের রাজ্য অদূরে নেহারে
হৃষ্টমনে ভবধামে দেয় সে বিদায়।

লাভের আশয়ে যত সাজাইল বস্তুজাত,
ভাসাইল তরি ঘোর গভীর সাগরে।
পাইল বিশালরাজ্য হইল জগৎ পূজ্য,
আশাতীত ফল আশা তুলে দিল করে।

চিন্তা।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতে চিন্তা মানবের যকৃত নিঃসৃত পিত্তাদির ন্যায় মস্তিষ্ক নিঃসৃতই হউক বা জড় দেহে বুদ্ধিসংযোগ সম্ভূতই হউক অথবা অন্য কিছুই হউক, ঐ বিচার এপ্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু তাহা প্রত্যেক মানবেরই হৃদয়ে পূর্ণ মূর্ত্তিতে সতত বিরাজমান, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত অভ্রান্ত সত্য। তাহার প্রকৃতি প্রধানতঃ দ্বিবিধ 'সু' ও 'কু'। সুচিন্তা পরম রমণীয়া, তেজস্করী ও আনন্দ প্রদায়িনী, আর কুচিন্তা, অতি বীভৎস, শক্তিনাশিনী, ও ঘোর অনর্থোৎপাদিকা। সুচিন্তাদ্বারা বহুবিধ অনর্থকর বিবাদ বিসম্বাদ দূরীভূত ও হৃদয় পবিত্রহয়, আর কুচিন্তাদ্বারা নানাপ্রকার বৈষম্য ও হৃদয়ের অপকর্ষতা সাধিত হয়। যখন আমরা একাকী ও কর্ম্ম শূন্য থাকি, তখন চিন্তাই আমাদের একমাত্র সহায় ও আশ্রয় স্থল। কিন্তু তাহা স্বকীয় সু ও কু প্রকৃতি অনুসারে সুধাময় ও বিষময় ফল উৎপাদন করে। সে কখন পরমাত্মীয়া, কখন বিষম সর্ব্বনাশিনী। কখন তাহার সাহায্যে মানব অতীত সুখ-স্মৃতি ও ভাবী সুখাশা মানস-পটে অঙ্কন করিয়া হৃদয়ে বল ও আনন্দ পায়,—কখন আবার তাহারই প্রভাবে নৈরাশ্যের ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভীত ও আতঙ্কিত হয় ;—কখন ইহার সাহায্যে এই প্রত্যক্ষীভূত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অশেষ-জ্ঞান-পরিচায়ক পরম-রমণীয় বলিয়া বোধ হয় ;—কখন ইহার জ্বালাতনে সেই কার্য্য-কারণ-উদ্দেশ্য-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট সুকৌশল-রচিত জগৎ সংসার বিষমবৈষম্য ও যাবতীয় দুঃখের পূর্ণাধার বলিয়া অনুভূত হয় ;—কখন ইহার আনুকূল্যে মানব দীর্ঘায়ু কামনা করে,—কখন বা ইহার ঘোর অত্যাচারে হতভাগ্য আত্ম-হত্যাও করিয়া থাকে। ইহা যেমন শান্তি-প্রদায়িনী তেমনই ঘোর অনিষ্ট-কারিণী। পরন্তু প্রত্যেকেরই অনিষ্টকারিণী কুচিন্তাকে বিদূরিত করিতে বিশেষ যত্ন করা উচিত, আধ্যাত্মিক উন্নতিভিন্ন এই

কুচিন্তা হইতে পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় নাই। কারণ—কাম-ক্রোধাদি দুর্দ্দান্ত রিপু ও ঘৃণা, দ্বেষ, জিঘাংসা প্রভৃতি বৃত্তি নিচয়ে আমরা এতদূর আবদ্ধ রহিয়াছি যে, ক্ষণকাল কর্ম্ম শূন্য ও একাকী হইলেই নানাবিধ কুচিন্তা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলে, তৎসময়ে শ্রুত বা অধীত মহাজন-বাক্য ও জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ সকল স্মরণ ও তত্তৎ কুচিন্তা সুলভ কুকর্ম্মের সম্ভাবিত ফল সম্বন্ধে বিশেষ অনুধাবন ভিন্ন তাহার দূরীকরণ করা সম্পূর্ণ দুঃসাধ্য। অতএব যাহাতে কুচিন্তা একেবারে হৃদয়ে স্থান না পায় তাহার প্রতি-বিধান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, কারণ কুচিন্তা প্রচণ্ড বলশালিনী, সে একবার হৃদয় অধিকার করিতে পারিলে ক্রমশঃই পাপে আসক্তি, কর্ত্তব্য-কর্ম্মে অবহেলা ও কুপথে মনকে আনয়ন করতঃ জীবনকে দুর্বিষহ ভারগ্রস্ত ও মানবকে জনসমাজে নিতান্ত হেয় ও জঘন্য করিয়া তুলে। বিষয়াদির সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগে যেমন শীত-গ্রীষ্ম ও সুখ-দুঃখ অনুভূত হয়—চিন্তার সহিত বাক্য ও কর্ম্মের সংযোগে তদনুরূপ সদসৎ ও ইষ্টানিষ্ট কর্ম্ম-ফল প্রকাশিত হয়। সুচিন্তা-প্রসূত প্রিয় বাক্য ও সৎকর্ম্মের যশঃ-সৌরভ যেমন চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া কর্ত্তা ও অপরের সুখ ও আনন্দ উৎপাদন করে; কুচিন্তা সম্ভূত অপ্রিয় বাক্য ও অসৎ কর্ম্মের ঘটনাবলী তদনুরূপ কাল-চক্রে ঘূর্ণিত হইতে হইতে বহু-দূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। আবার কাহাকে প্রিয় বাক্য বলিলে অথবা ব্যক্তি বিশেষের উপকার করিলে কেবল যে, যাহাকে প্রিয় বাক্য বলা যায় অথবা যাহার উপকার করা যায় তাহারই সুখ ও আনন্দোৎপাদন করে, তাহা নহে, নিজেরও মনে এক প্রকার অভূত পূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়—সেই আনন্দের নাম আত্ম-প্রসাদ। এবং কাহাকে কর্কশ বাক্য কহিলে বা কাহার অপকার করিলে যে কেবল তাহাদেরই সেই কর্কশ বাক্য বা অপকার জনিত দুঃখ বা অনিষ্ট হয়, তাহাও নহে, স্বকীয় হৃদয়ও ক্ষোভে ও দুঃখে সংক্ষুব্ধ

ও মনে কেমন এক রকম বৃশ্চিক দংশনবৎ যাতনা উপস্থিত হয়—এই যাতনাকেই আমরা আত্ম-গ্লানি বলিয়া থাকি। আত্ম-প্রসাদ সুচিন্তা-লব্ধ, আত্ম-গ্লানি যদি ও কুচিন্তা-প্রসূত বটে কিন্তু যে চিন্তা দ্বারা কৃত কুকর্ম্মের অনুশোচনা স্বরূপ আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় তাহা অবশ্য সুচিন্তা বলিয়া গণণীয়। কারণ আত্মগ্লানি স্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা কৃত কুকর্ম্মের প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিলেও তাহার কথঞ্চিৎ প্রতিবিধান করিতে ও ভবিষ্যতে তদনুরূপ কর্ম্ম হইতে সতর্ক হইতে পারাযায়। ধর্ম্মে মতি ও পবিত্র স্বভাব কখন কাহার একেবারে গঠিত হয় নাই। তাহা অনেক যত্ন ও পরিশ্রম লব্ধ এবং দীর্ঘকালব্যাপী সৎসঙ্গ সম্ভূত। আবার নাস্তিকত্ব, মিথ্যা কথনশীলতা, প্রবঞ্চকত্ব, তস্করতা বা তদ্বৎ স্বভাব কেহ কখন এক দিনে লাভ করে নাই। শিক্ষা ও সমাজের দোষে অসৎসঙ্গের ঘোর সংঘর্ষণে মানব তত্তৎ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কঠিন পদার্থের নিয়ত সংঘর্ষণে যেমন মানবের দেহ বিশেষে "কড়া" পড়িয়া সেইস্থল অবসন্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, অসৎ বৃত্তি নিচয়ের সতত আলোড়নে সৎ বৃত্তি সমূহ তদনুরূপ হীনবল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে—তখন ভয়াবহ পাপকার্য্য করিয়াও মনে আর অনুতাপ হয় না ক্রমশঃই তাহাতে প্রবৃত্তি বাড়িতে থাকে।

অন্ধেননীয়মানাঃ যথান্ধাঃ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অন্ধব্যক্তিকে অপর অন্ধ কদাপি পথে লইয়া যাইতে সক্ষম হয় না, নিজেইত অন্ধ পদে পদে বিপন্ন হয়, তবে কিরূপে সে অপর অন্ধকে গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবে? চক্ষুষ্মান্ কেহ যদি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া অন্ধের হাত ধরিয়া লইয়া যায় তবেই ত তাহার সুপথে যাইবার সম্ভাবনা; অন্ধের স্বাবলম্বন বা অন্য অন্ধের অবলম্বন গ্রহণ

করা উভয়ই বিনাশের হেতু। সুতরাং বুঝা গেল অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিও কদাপি অপর অজ্ঞানান্ধকে যথোচিত ধর্ম্ম পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হয় না।

শ্রুতি বলিয়াছেন "তদ্‌বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরু মেবাভিগচ্ছেৎ" ইত্যাদি। তাহা জানিবার জন্য সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিবে। মূল-কথা সদ্‌গুরুই অজ্ঞানান্ধত্ব ঘুচাইয়া জ্ঞানচক্ষু ফুটাইতে সমর্থ হ'ন।

তবে প্রশ্ন হইতে পারে আমরা সদ্‌গুরু পাই কোথায়? শাস্ত্রে যেরূপ গুরুলক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, তদনুরূপ গুরুত ভারতের এই শোচনীয় অবস্থাতে পাওয়াই সুকঠিন। সত্যবাদী, বেদবিৎ, সর্ব্ব-শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ, সদাচার-নিরত, পরোপকার ব্রত, লোভশূন্য, কৃপাসিন্ধু, নিস্পৃহ, সর্ব্বপ্রকার সংশয়-বিনাশ-সমর্থ মহাপুরুষইত আমাদের গুরুত্বে বরণীয়। কিন্তু তাহা পাই কৈ? বস্তুতঃই বলিতে কষ্ট হয় এইরূপ গুরু এই দুঃসময়ে পাওয়া দুষ্করই বটে, পরন্তু সম্পূর্ণ লক্ষণবিশিষ্ট সদ্‌গুরু দুর্ভাগ্য বশতঃ না পাইলেও যথা সম্ভব সদাচার পরায়ণ তত্ত্ববিৎ গুরুর শরণাপন্নই হইতে হয়। সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত গুরু-পাইলাম না বলিয়া, শাস্ত্র ও যুক্তি যাহাকে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিতে উপদেশ করিয়াছেন, যেরূপ লোকের সংসর্গে থাকিতেও পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন, তাদৃশ স্বার্থপরায়ণ অসদাচার তৎপর ভণ্ডের কেবল বাহ্যিক অসার ফুটা ছিটার চটকে ভুলিয়া কখনও তাহাকে ঐ মহোচ্চপদে বরণ করা বিধেয় নহে। ঘোর জ্বররোগে কেহ আক্রান্ত, খৈ আর মিশ্রি খাইতে সদ্‌বৈদ্য অনুমতি করিলেন, ভাগ্য-ক্রমে হয়তঃ সেখানে খৈ বা মিশ্রি কোনটাই মিলে না, বরং সে তদবস্থায় মুগের মণ্ড বা পুরাতন তণ্ডুলের অন্নই খাইবে, কিন্তু খৈ পাইল না বলিয়া যদি সে একেবারে তদ্‌বিপরীত দধি খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে যায়, তবে শীঘ্রই সেই অপরিণামদর্শী—বিকার গ্রস্ত হইবে সন্দেহ নাই; এবং বিকার গ্রস্ত হইলে তাহার স্বতঃই এই দুষ্প্রবৃত্তি হইবে বটে, পরন্তু শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবর্গ এই অবস্থাতে ও

তাহাকে রক্ষা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াথাকেন। চেষ্টার গুণে এবং উপযুক্ত ভিষকের সুচিকিৎসায় এবম্বিধ অবস্থা হইতেও কাহাকে ভাগ্যক্রমে রক্ষা পাইতে দেখা যায়। যাহাহউক এক্ষণ কথা হইল সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন সদ্‌গুরু না পাইলেও অগত্যা যথাসম্ভব সদ্‌গুরুরশরণাপন্ন হওয়াই যুক্তি ও শাস্ত্রানুমোদিত সিদ্ধান্ত; তাহার বিপরীত আচরণ করিলে মানবের সর্ব্বনাশই উপস্থিত হয়, যে ব্যক্তি বেদের অভ্রান্ত আদেশেরপ্রতি, নীতি ও যুক্তিরপ্রতি, অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া ইচ্ছানুরূপ কোন অবৈধাচারী, নিন্দিতাশ্রমসেবী, তত্ত্বজ্ঞানহীন অর্ব্বাচীনকে গুরুত্বে বরণ করে সে ত আর্য্য নামের-কলঙ্ক! শাস্ত্রানুসারে তাদৃশ কপটাচারীর সংসর্গ পরিত্যাগ করাই সর্ব্বথা বিধেয়। যদি কেহ ভাগ্য-দোষে, কুসঙ্গ-বশে এতাদৃশ অসদ্-গুরু করিয়া থাকেন, তিনি অনায়াসে প্রবঞ্চকদিগের শাস্ত্রীয় অপ-ব্যাখ্যায় ভীত না হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করতঃ, সত্বরে সদ্‌গুরুর চরণকমলে শরণাপন্ন হইতে পারেন, তত্ত্বজ্ঞানহীন অসদ্‌গুরু পরি-ত্যাগের বিধি শাস্ত্রের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে স্পষ্টইত পরিলক্ষিত হয়। একদিন পিপাসায় কাতর হইয়া হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হওতঃ ডোবার পুতিগন্ধময় পঙ্কিল জল পান করিয়া ছিল বলিয়া চিরকালই পিপাসার সময় তাহাই পান করিতে হইবে, ইহাত পাগলের কথা!!

এরূপ ২।৪ দিন ডোবারজল খাইলে তাহার নানাবিধ উৎকট পীড়া নিশ্চয়ই উপস্থিত হইবে, পরে উৎকটপীড়ার পরিণাম যাহা, তাহাও অবশ্যই তাহারভাগ্যে ঘটিতে বাকি থাকিবে না। তাই একদিন হঠকারিতা প্রযুক্ত পুতিগন্ধময়জল খাইলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি তৎপরেই সুচারু নির্ম্মলজল প্রাপ্তির সুবন্দোবস্ত করিয়াই থাকেন; অগত্যা নিকটে স্বচ্ছজল পাইবার অসুবিধা হইলে কলসী কলসী পবিত্র সরোবরের নির্ম্মলজল গৃহে সঞ্চিত করিয়া রাখেন, তথাপি আর ডোবার পঙ্কিল দুর্গন্ধময় পচাজল পান করেন না। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ—সরল মানবের ধর্ম্ম পিপাসার প্রবলউত্তেজনায় প্রমাদবশতঃ

কোন অনভিজ্ঞের নিকটে যাইয়া অনুপযুক্ত উপদেশ গ্রহণ করিয়াও অজ্ঞতারদোষে কথঞ্চিৎ পিপাসার শান্তি বোধ হয় বটে, পরন্তু কালে ঐ অযথোচিত উপদেশের পরাক্রমে তাহার উৎকট আধ্যাত্মিক পীড়া উপস্থিত হইবার সম্পূর্ণ ই সম্ভাবনা কাজেই সেই অযৌক্তিক,নীতিহীন, স্বার্থপরতাপূর্ণ উপদেশ প্রকৃতপক্ষে আত্মোন্নতির অন্তরায় স্বীকার করিতে হইল। তাইবলি স্বার্থপরের কথায় ভুলিওনা, অন্ধের চরণে বিকাইওনা, প্রকৃত সদ্‌গুরুর চরণে শরণ লও, নতুবা নিশ্চয়ই ঐ উপনিষদ্‌বাক্যের স্বার্থকতা রক্ষা হইবে—"অন্ধেন নীয়মানা যথান্ধাঃ"। এই স্থলে সকলেরই এই কথাটি বিশেষরূপে মনে রাখা উচিত, যে, কেবল শাস্ত্রজ্ঞ হইলেই মানুষ ধার্ম্মিক হয়, শাস্ত্রজ্ঞানই পবিত্রতালাভের একমাত্র উপায়, শাস্ত্রজ্ঞব্যক্তিই সদ্‌গুরুপদবাচ্য, ইহা কখনও এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। প্রবন্ধ লেখক "ন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতীতিকারণম্, ন চাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ। স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে, যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাংপয়ঃ"॥ হিতোপদেশের এই মহামূল্য শ্লোকটির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্, কাজেই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এরূপ হওয়া অসম্ভব, পরন্তু শাস্ত্রজ্ঞব্যক্তি, সদাচার-সম্পন্ন, নীতিমার্গাবলম্বী বিশ্বাসী ধার্ম্মিক হইলেই সদ্‌গুরু পদবাচ্য হইতে পারেন, ইহাই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বলাবাহুল্য প্রকৃত শাস্ত্র কি? তদ্‌বিষয়ে ও বর্ত্তমান সময়ে কিন্তু অনেকের ভ্রমপ্রমাদ দর্শনে অনেক সময় বিস্ময়ান্বিত ও দুঃখিত হইতে হয়।

কে—কার? বা উন্মাদিনীর প্রলাপ।

মায়া-মোহ-মুগ্ধা এ উন্মাদিনী কিসে ঋষি হইল। এ জগৎ মোহময়, মোহ একটী জগৎ বন্ধন, মোহ পরহিতকারী, মোহে আমরা সব দেখিতে পাইনা, মোহ আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখে, তাই পূর্ব্ব স্মৃতির বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা হৃদয়ে সর্ব্বদা অনুভূতহয় না—দুর্ভা-

বনা দুশ্চিন্তা হৃদয়ে দীর্ঘকালের জন্য স্থান পায়না, মোহে পড়িয়া দুঃখে লোকে সুখানুভব করে, পাপাচারী পাপের যাতনা ভুলিয়া গিয়া আবার পাপ করে, এই মোহ আমাদের পথ ভ্রম ঘটাইয়া দেয়, মুক্তিপদাভিলাষীর শত্রু হইয়া মন ফিরাইয়া দেয়, এই মোহ মরুভূমিতে জলভ্রম ঘটাইয়া স্বর্গবাসী মনকে ভুতলে পাঠাইয়া দেয়, নিরাশা-প্রান্তরে আশা-বৃক্ষ রোপণ করে, বনবাসীকে গৃহী করিয়া ফেলে,স্থিরকে চঞ্চল করিয়া তোলে, স্বদেশীকে বিদেশী করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে,আজ কিন্তু আমি সেই মোহমুক্ত, তাই আজ আমি ঋষি—মোহ আমাকে জন্মের মতন বুঝি ছাড়িয়াছে। যে ধৈর্য্যের সাহায্যে অনেক দুঃসহ কষ্ট সহনীয় হয়, যে ধৈর্য্য কামিনীর ধর্ম্মরক্ষক, সে ধৈর্য্য গেল, প্রাণে মায়া গেল, সংসারে আস্থা গেল, সদসৎ বিবেচনা গেল, তবু মোহ আসিল না, তাই বুঝি মোহ আজ আমায় ত্যাগ করিয়াছে। মোহ আসিলে "কাটাঘায়ে নুনের ছিটে পড়ে কই" হৃদয়ের অন্তঃস্তল তুষানলে পুড়িয়া ঝলসিয়া উঠে কই? এ প্রাণে অবিরাম এ জ্বালা জ্বলিতে থাকে কই? চাই, তাই আসিল না অথচ উন্মাদিনী হইলাম। সংসার জলধিতলে সেই রত্নটীকে আপনার করিয়া লইতে গিয়া ভাসিয়া গেলাম, স্বাপদ-সঙ্কুল-নির্জ্জনমহারণ্যে আশ্রয় লইতে গিয়া বনবাসিনী হইয়াও তাড়িতা হইলাম, প্রাণ ভরিয়া স্তব স্তুতি করিলাম, তথাপি মোহের দেখা পাইলামনা, পাইব কেন? আমার তো এখন কষ্টের শেষ হয় নাই, যার দুঃখের শেষ হয়, তাহাকে মোহিত করিতে মোহের শুভাগমন হয়। মোহের বশী-ভূতা নই বলিয়াই ঋষি হইয়াছি। ঋষি হইলেই এ অর্থ করে কেন? বিনা কারণে কোন কার্য্য হয় না, বিনা কারণেও এ অর্থ হয় নাই, যাহারা সংসারের মায়া কাটাইয়াছেন, তাঁহারা বলিতে পারেন "মায়া না থাকিলে কেহ কাহারও নয়"; যাঁহারা এ অসার জগ-তের কাল্পনিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া—বিশ্বপাতা অনাথনাথকে অদ্বিতীয় সর্ব্বেশ্বর বলিয়া জানিয়াছেন, যাঁদের মন ও আত্মা সেই

চিন্ময় পরমাত্মাতে মিশিয়াছে, তঁহারা বলিতে পারেন এ ভবের ধুলা খেলা খেলিতে পক্ষাপক্ষ, পরীক্ষা দিতে একস্থানেতে সংযোগ, কর্ম্মফলভুগিতে সম্বন্ধেরবন্ধন, ক্লেশ পাইতে আত্মপরভেদ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, নচেৎ এটী একটী বিদেশীয় পান্থশালা; সুতরাং এ জগতে কেহ কাহরও নয়। যাঁহাদের দেহে যত্ন নাই, এই নশ্বর দেহধারণ পাপের ফল বলিয়া ধারণা হইয়াছে, আর জন্মাইতে না হয়, এ জগতে আসিয়া জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক, না ভুগিতে হয়, এই যাঁহাদের আন্তরিক প্রার্থনা, যাঁহারা নির্ব্বাণ পদাভিলাষী তাঁহাদের নিকট এ অর্থ হইতে পারে "ত্রিজগতে কেহ কাহারও নয় কেহ সঙ্গে আসে নাই কেহ সঙ্গে যাইবেও না"।

কিন্তু জগদ্‌বাসীরা এই অর্থ চায় কেন? সংসারে এই অর্থ প্রচলিত কেন? ভালবাসায় এই অর্থ নাই, প্রণয়ী ত শোনে না, প্রেমিকে এই অর্থ মানে না, কিন্তু আমি কিছুই বুঝি না,আমার পক্ষে ইহা এক বিষম প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয়। আমি যখন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে রুগ্ন-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে দেখি এবং শয্যারপার্শ্বে অভাগিণী পত্নীকে শোকবিহ্বলা পাগলিণীর ন্যায় অস্থিরা দেখি, অভাগিণী দুঃখিণী জননীকে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পুত্ররত্নের চাঁদমুখে পড়িয়া নিদারুণ শোকাশঙ্কায় রোদন করিতে দেখি, তখন একবার বলি "কিসে কেহ কাহার নয়?" আবার পরক্ষণেই যখন ভাবি, এ জগৎ অল্পদিনের মধ্যেই ছাড়িতে হইবে, জগতের সঙ্গে জগতের স্নেহ, মায়া, বন্ধন সব শিথিল হইবে, আর কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিবেনা, কাহার জন্য কাঁদিতে আসিবেনা, কাহার রোদন কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে না, কেহ দেখিতে পাইবেনা,কাহাকে দেখা দিতেও পারিবে না, তখনই আবার বৈরাগ্যে বলি "কেহ কাহার নয়"। যে প্রাণাধিক পুত্রের সামান্য অসুস্থতায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ হয়,চিন্তার কুলকিনারা থাকে না সেই সর্ব্বস্বনিধিকে জন্মেরমতন হারাইয়া যখন হতভাগিণী কাঙ্গালিণী জননীকে শয়ন, ভোজন,উপবেশন,কথোপকথন করিতেছে দেখি; শোকচিহ্ন

কালক্রমে তিরোহিত হইতেছে দেখি তখন ক্ষোভে বলি "কেহ কাহারও নয়।"

যখন দেখি দুঃখিণী বিধবারমণী সতীরজীবন-সর্ব্বস্ব পতিধনে বঞ্চিতা হইয়া এ ছার সংসারে অসার দেহ-ভার বহিয়া বেড়াইতেছে, পোড়া পেটেরদায়ে পোড়ারমুখে অন্নদিতেছে, অনাথিণী পাগলিনী হইয়া আবার পোড়ারমুখ তুলিয়া কথা কহিতেছে; যে ক্ষণকাল অন্তরে থাকিলে, অনন্তব্যথায় অন্তর্ভেদ হইত, সে চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল, তথাচ দেহ হইতে প্রাণেরঅন্তর হইল না যার সামান্য প্রণয় সম্ভাষণে হৃদয় গলিয়া যাইত, হৃদয়কমল উৎপাটিত করিয়া মনে প্রাণে যাহার শ্রীচরণে প্রেমের উপহার দিতে ইচ্ছা হইত, তাঁহার চিরবিচ্ছেদ বজ্রঘাতে হৃদয় ঝলসাইয়া গেল না, প্রাণ বহির্গত হইল না, তখন স্বতঃই মনে এইটী উদয় হয় "কেহ কাহারও নয়" যারসঙ্গে সব যায়, এ সংসারেরসুখ যায়, হৃদয়েরশান্তি যায়, প্রাণে আস্থা যায়, কার্য্যেআসক্তি থাকে না, জগতেরসৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়, আমোদ, আহ্লাদ, সোহাগ, আনন্দ, প্রেমেগলাভাব সব অন্তর্হিত হয়, তারে ছাড়িয়া আবার সব থাকে, দেহ, প্রাণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কথা, সবই থাকে। সুখের সামগ্রী সব চলিয়া যায়, দুঃখের দ্রব্য পড়িয়া থাকে, পুড়িবার জন্য দেহ থাকে, অসীম শোকে আলোড়িত হইবার জন্য হৃদয় থাকে, জ্বলিবার জন্য প্রাণ থাকে, কাঁদিবার জন্য নয়ন থাকে, ব্যথা পাইবার জন্য মন থাকে, আর জ্বলিয়া মরিবার জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে। ভাল যায় মন্দ থাকে, যেস্থান হইতে ভাল যায়, সে স্থান কি খালি থাকে? খালি স্থান জগতে নাই, নারিকেল গর্ভেও জল থাকে, অস্থি ছিদ্রেও বায়ু থাকে, তবে ভাল একবার গেলে আর ভাল আসে না, মন্দের সঙ্গে ভাল মিশিতে পারে না, তাই ভালগেলে মন্দ আসে, আলো যায়, অন্ধকার আসে, আশা যায় নৈরাশ্যআসে, আনন্দ যায় ক্রন্দন আসে, সরসতা যায় নীরসতা আসে, প্রেমেগলা ভাব যায় শোক কাঠিন্য ভাব আসে,

জীবনে যত্ন যায়, মৃত্যু কামনা আসে। যার অভাবে সমস্ত সুখের অভাব হয়, যিনি অকৃত্রিম প্রণয়ের সরল চিহ্নের স্বরূপ, সেই প্রাণাধিকা সাধ্বী পত্নীকে শোকসন্তাপদুঃখময় অপারপারে ফেলিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে চির সুখময় স্থানে আশ্রয় লন, দেখা দিতে চেষ্টা করেন না, প্রবোধ দিতে ইচ্ছা করেন না, দেখিবার জন্য ক্ষণকালের জন্য নামিতে চান না, তখনই ভাবি, হায় এ সংসার ছাড়িয়া গেলে আর সম্বন্ধ থাকে না, দয়া মায়া থাকে না, স্নেহ মমতা থাকে না, কাজেই দুঃখে বলি "কেহ কাহারও নয়"। যখন দেখি স্বামি-বল্লভা আদরিণী মৃত্যু শয্যায় শায়িতা এবং তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্ব পতি সজল নয়নে পার্শ্বে উপবিষ্ট, কামিনীরজ্যোতিহীন স্তিমিতনয়নদ্বয় সেই পতির অনুপম মুখের প্রতি নিক্ষিপ্ত, অধরোষ্ঠ কম্পিত, ঘন ঘন শ্বাস প্রবাহিত, যেন বলিতেছে "আজ আমার হৃদয়রত্নকে কেমন করিয়া, ফেলিয়া যাইব, যাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাই, অনন্ত পরজগতে সুখী হইবার জন্য যাহাকে সঙ্গে লইতে চাই তাঁহাকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইব ?" এই কথা সমাপ্তি হইতে না হইতেই নির্দ্দয় করাল-কাল সকল সাধ ফুরাইয়া দিয়া পতির নিকট হইতে সবলে পত্নীকে কাড়িয়া লইয়া গেল, তখনই ক্ষোভে বলি "কেহ কাহারও নয়।"

(ক্রমশঃ)

সুন্দর—কি ?

তিল তিল সৌন্দর্য্যসংগ্রহে বিধাতা যেরূপ তিলোত্তমারসৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেইরূপ যিনি জগতেরপ্রত্যেক বস্তু হইতে সার-সংগ্রহ করিয়া পবিত্রতাময় অপূর্ব্ব হৃদয় নির্ম্মাণ করিতেছেন, তিনি কেমন সুন্দর! বিবিধ পুষ্প হইতে মধু সঞ্চয় করিয়া মধুকর যেরূপ মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ যিনি জ্ঞানীমাত্রেরই নিকট হইতে নূতন নূতন জ্ঞানলাভে নিজজ্ঞানবৃদ্ধি ও চরিত্রেরউৎকর্ষসাধন

করিতেছেন তিনি কেমন সুন্দর!! জগদীশ্বরই যাঁহার জীবনের কেন্দ্র-স্বরূপ—ধর্ম্মসাধনই যাঁহার প্রধান লক্ষ্য দৃঢ় ঈশ্বরবিশ্বাসে যাঁহার হৃদয় সাহস পূর্ণ তাঁহার মুখখানি কেমন সুন্দর!! মলিনতা অন্তর্হিত হওয়ায় যাঁহার হৃদয় শরৎকালীন শশধরের অথবা পঙ্কিলতা বিহীন সরোবরের ন্যায় নির্ম্মল ও স্বচ্ছ হইয়াছে এবং বদন মণ্ডলে এক অভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয়-দীপ্তি প্রভাসিত হইতেছে তাঁহার মুখকমল কেমন সৌন্দর্য্যময়। যিনি জীবের হিতের জন্য অকুণ্ঠিত চিত্তে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন পরাশ্রুদর্শনে নিজের অশ্রু সম্বরণ করিতে না পারিয়া যিনি পরের অশ্রুজল মুছাইতে বদ্ধপরিকর, পরদুঃখকাতর সেই মহাত্মার লোচন যুগল কেমন অতুল সুষমায় পূর্ণ!! "virtue, though in vags, will keep me worm" বলিয়া যিনি এই পাপেরসংসারে চীবরবাস পরিধান করিয়া দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নে প্রপীড়িত হইলেও অধর্ম্মের নিকট আত্মবিক্রয় করিতে সাহস পান্ না সেই সদাশয় পুরুষ কেমন সুন্দর!! জগতের প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে যিনি মঙ্গলময়ের কোমল হস্তের ছায়া, এবং দুঃখের ভিতর সুখের প্রতিবিম্ব, নিরাশার মধ্যে আশার আলো, অন্ধকারের মধ্যেও কি যেন কি এক ভাবময় রহস্যময় স্বর্গীয় আলোক-সঞ্চার দেখিতে পান, তাঁহার হৃদয় কেমন সৌন্দর্য্য পরিপূরিত! যাঁহার হৃদয় প্রীতি ও প্রেমের নিত্যলীলা-নিকেতন, সর্ব্বজীবেদয়াপ্রকাশই যাঁহার হৃদয়ের পরম তুষ্টিলাভ, যাঁহার আত্ম পর ভেদ জ্ঞান বিদূরিত হইয়াছে, যে উদার চরিত্র মহোদয়ের সকল লোকেই কুটুম্ব স্বরূপ, নীচ অভদ্র ও যাঁহার সহিত পরিচয়ে পরম আপ্যায়িত হইয়া থাকে, সেই ন্যায়বান মহৎব্যক্তির সৌন্দর্য্য কি মনোহর!! কুভাব ও কুচিন্তার আবর্জ্জনা যাঁহার হৃদয়ে আসিতে পায় না, দেবভাবের অমৃতসিঞ্চনে যাঁহার প্রাণ সততই অভিষিক্ত, সদ্ভাবকুসুম প্রস্ফুটিত হওয়ায় যাঁহার হৃদয় পারিজাত-শোভিত নন্দন কাননের ন্যায় সৌরভময় হইয়াছে, ভ্রমবশতঃ যদি

কোন অসৎ ব্যক্তি তাঁহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়া অপমানের ও নিন্দার ধূলি নিক্ষেপ করে, তাহা হইলেও যিনি সেই দয়ার পাত্র ভ্রান্ত জীবকে "এস ভাই" বলিয়া প্রেমালিঙ্গন করতঃ মধুময় বাক্যে তাহার ভ্রম দূর করিয়া দেন, সেই প্রেমিকের প্রেমময় হৃদয় খানি কেমন সুন্দর!! "রমণী মত্রেই মহাশক্তির অংশ" জানিয়া যিনি তাঁহাকে পবিত্রতার চক্ষে নিরীক্ষণ করেন, অল্পবয়স্কা বালিকা মাত্রেই যাঁহার কন্যাস্বরূপা এবং বয়স্থা মাত্রেই যাঁহার ভগিনী ও মাতৃ-তুল্যা পরস্ত্রী কাতরতারূপ মহাব্যাধি যাঁহার নিকট অগ্রসর হইতেও সঙ্কুচিত, সেই মহাত্মার উন্নত হৃদয়খানি কেমন সুন্দর! যিনি সংসারের জীব হইয়া, বিভীষিকাময় সংসার পরিত্যাগ না করিয়া নিস্পৃহ থাকিয়া, সংসারের ভীষণ সংগ্রামে জয়লাভ করিতেছেন, ধূলিময় সংসারের ধূলি লাগিলেও কণ্টকময় পথে কণ্টকে বিদ্ধ হইলেও তাহার উপর ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যিনি সহাস্য মুখে জগদীশ্বরের কার্য্য সাধন করিয়া যাইতেছেন, তাঁহার বাহিরের চর্ম্ম কৃষ্ণ বর্ণের হইলেও তাঁহার শরীর স্থূল ও কোমল না হইলেও তাঁহার দেহ চন্দন চর্চ্চিত ও পরিষ্কৃত বসন ভূষণে ভূষিত না থাকিলেও অন্তরের অতুল প্রভায় তাঁহার মুখখানি কেমন সুন্দর দেখায়। যাহার হৃদয় এইরূপ অন্তঃসৌন্দর্য্যের আকর স্থল, তাঁহার ন্যায় সুন্দর জগতে কি আছে? সে সৌন্দর্য্যের নিকট সুধাকরের বিমলরশ্মি, দিবাকরের কিরণোদ্ভাসিত তরঙ্গনিচয়, প্রস্ফুটিত গোলাপের সুষমরাশি, এসমস্তই মলিন বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ সৌন্দর্য্যকে নমস্কার এবং এই সৌন্দর্য্যের আধার যিনি তাঁহার চরণে কোটী কোটী প্রণাম। হায়! এই সৌন্দর্য্যের প্রভায় আলোকিত হইয়া কবে এই পাপ তাপ ময় আধি ব্যাধি পূর্ণ সংসার মধুময় হইবে?

সুচিন্তা-সংক্রান্ত নিয়ম।

১। সুচিন্তার বার্ষিক মূল্য এক টাকা, ডাক মাশুল ছয় আনা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

২। মনিঅর্ডার, পোষ্টাল নোট, নগদ টাকা বা অর্দ্ধ আনার টিকিট ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে, সুচিন্তার মূল্য লওয়া হয় না। মনিঅর্ডার বা পোষ্টাল নোট পাঠাইলে তৎসহ একখানা পোষ্টকার্ড লিখিয়া পাঠাইতে হয়।

৩। প্রত্যেক গ্রাহককেই সুচিন্তার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পাঠাইতে হয়। ত্রৈমাসিক বা ষান্মাসিক মূল্য গ্রহণ করা হয় না।

৪। নমুনা স্বরূপ কেহ সুচিন্তা দেখিতে চাহিলে ডাক মাশুল সমেত ৵১০ আনা পাঠাইলে যথাস্থানে সুচিন্তা প্রেরিত হয়।

৫। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিলে আমাদিগকে পত্র লিখিয়া না জানান পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ঠিকানাতেই পত্রিকা প্রেরিত হয়, তজ্জন্য পত্রিকা পাইতে কোনরূপ গোলযোগ হইলে আমরা দায়ী হই না।

৬। সুচিন্তা সম্বন্ধীয় পত্র, প্রবন্ধ ও মূল্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হয়। সুচিন্তা কার্য্যালয় হইতে প্রবন্ধ ফেরত লইতে বা পত্রের উত্তর পাইতে চাহিলে, তাঁহাকে ডাক মাশুল পাঠাইতে হয়।

৭। প্রত্যেক গ্রাহককে পত্রাদি পাঠাইতে নিজ নিজ নাম, ধাম ও নম্বর স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হয়।

৮। সুচিন্তায় বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পংক্তি তিন মাস পর্য্যন্ত ৵০ আনা আর এক বৎসরের জন্য /১০ পয়সা হিসাবে লাগে। অধিক দিনের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে।

৩৭ নং হারিসন্ রোড,
কলিকাতা, সুচিন্তা-কার্য্যালয়।

শ্রীশিবধন ভট্টাচার্য্য (বিদ্যার্ণব)
'সুচিন্তা'র সহকারী সম্পাদক।

বৈষ্ণবমণ্ডলীর শুভসমাচার !!

বৈদিক লাইব্রেরীতে

বৈষ্ণবোপবাস-ব্যবস্থা-দর্পণ !!

(যন্ত্রস্থ)

অশেষ বৈষ্ণবশাস্ত্রদর্শী গণ্য মান্য পণ্ডিতবর্গের অনুমোদিত। এই পুস্তক খানি বৈষ্ণবের পরমাদরেরধন, ইহাদ্বারা বৈষ্ণবসমাজ পরমোপকার প্রাপ্ত হইবেন। আজ কাল নানাপ্রকার পঞ্জিকারভ্রমপ্রমাদবশতঃ ও বৈষ্ণবশাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের অজ্ঞতাবশতঃ অনেক সময় অনেক বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বিশ্বাসী-ভক্তকে উপবাসেরব্যবস্থা লইয়া বিষম গোলমালে পড়িতে হয়, এমন কি, স্থানে স্থানে এরূপ অবস্থায় ব্যবস্থারদোষে অনেক সরলভক্তকে কর্ত্তব্যলঙ্ঘন-জনিত অনুতাপভোগ করিতে হয়; তাই ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন রায়ের অনুরোধে বৈষ্ণবসমাজের উপবাস মহাব্রতের যাবতীয় ব্যবস্থা যথাক্রমে সংগ্রহ করিয়া বিশুদ্ধ ও সরল বঙ্গানুবাদ করতঃ তাঁহারই ব্যয়ে বৈদিক লাইব্রেরীতে মুদ্রিত হইতেছে। দর্পণে দেহাদির প্রতিবিম্বের ন্যায় ইহাতে বৈষ্ণবের উপবাসের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়াই "বৈষ্ণবোপবাস-ব্যবস্থা-দর্পণ" ইহার নাম করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই পুস্তক নিকটে থাকিলে অনায়াসে সকলেই উপবাসের ব্যবস্থা স্থির করিতে পারিবেন, কাহারও উপবাসের ব্যবস্থা লইয়া গোলমাল করিতে হইবে না। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

৩৭ নং হারিসনরোড,
কলিকাতা।

এ, হিলার এণ্ড কোং।

৭।১ নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

আমাদের ঔষধালয়ে সকল প্রকার ঔষধ, ঔষধপূর্ণ বাক্স, যন্ত্র ও পুস্তকাদি পাইকেরী দরে বিক্রয় হয়। ১০০ শিশির ঔষধ পূর্ণ বাক্স, কর্পূরের আরক, থার্ম্মোমিটার, ষ্টীথিস্কোপ, বাহিক প্রয়োগের ৪ শিশি ঔষধ ও পুস্তকসহ ২৪৲ ডাঃ মাঃ ৩৲। ২৪ শিশির গৃহচিকিৎসা বাক্স, পুস্তক ও ফোঁটা ঢালা যন্ত্র ৪৲, মাঃ ৸০ আনা। ১২ শিশির কলেরা বাক্স কর্পূরের আরক ও পুস্তক ২॥০ মাঃ ।০ ৬ শিশির কলেরা বাক্স কর্পূরের আরক ও পুস্তক ১।০ মাঃ ৷০ আনা।